পক্ষপুত্রে পালন করিহ ভাল যত্নে
অনুমৃতা যাই আমি রাজার সহিতে।
মাদ্রী বলে হেন তুমি না বলিহ মোরে
তিলেক না জীয়ে আমি না দেখি রাজারে।
তোমার বিলম্বে এতক্ষন আছে প্রান
এখনি শরীর তেজি যাব প্রভুস্থান।
আমার যৌবনে প্রভু তৃপ্তি নাহি হয়
আমা সনে রমনে যাহার হৈল ক্ষয়।
তাহার সঙ্গতি আমি ছাড়িব কেমনে
পাণ্ডু স্বামী তেজি দেহ রাখিব কেমনে।
তোমারেহ করি আমি এক নিবেদন
বিদায় মাগিয়ে আমি তোমার সদন।

পুনঃপুনঃ করিয়া করিয়ে পরিহার
যত্নতে পালিবে মোর দুইটি কুমার।
ইহা বই তোমারে কহিতে নারি কিছু
ছেদ না করিহ আমার দুই শিশু।
পিতৃ মাতৃ বিনে পুত্র সহজে অনাথ
তুমি সর্ব্ব বন্ধু যেন তুমি তাত মাত।
এতেক বলিয়া মাদ্রী নিঃশব্দ হইল
নিবিড় করিয়া সভে আলিঙ্গন কৈল।
আলিঙ্গন করি মাদ্রী তেজিল জীবন
শুনি শত শৃঙ্গবাসী আই। সেই স্থান।
ঋষিগণ মিলি তবে করিল বিচার
পুত্র সহ ছিল পাণ্ডু আশ্রমে আমার।
এখানে শরীর ত্যাগ করিল রাজন
অনাথ হইল কুন্তি শিশু পুত্রগণ।

রাজ পুত্রগান স্থিতি না সোভে কাননে
দেশেরে লইয়া রাখ পাণ্ডু পুত্রগানে ।
তবে সভাকার বিষ্ময় হয় হেন বাসি
এতেক বিচার কৈল শতশৃঙ্গবাসী ।
মৃতই শব কান্ধে লইল চারগান
পুত্র সহ কুন্তি লৈয়া যাই ঋষিগান ।
অল্প দিনে পাইল কুরু জঙ্গমনগর ।
প্রবেশ হইল সভে নগর ভিতর ।
রাজ অন্তপুরেতে হইল সমাচার
কুন্তি সহ আইল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ।
ভীষ্ম সোমদত্ত আর বাহ্লিক বিদুর
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত বৈসে অন্তপুর ।
সত্যবতী সহ বধূ গান্ধারী সুন্দরী
গৃহেতে বৈসেন আর যত বৃদ্ধনারী ।

ঋষিগণে নমস্কারি দিলেন আসন
কহিতে লাগিল বার্ত্তা সব ঋষিগণ।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে আছিল পাণ্ডুরাজে
ব্রহ্মচর্য্য করিতে ছিলে ঋষির সমাজে।
দেববরে পঞ্চপুত্র প্রাপ্তি তার হৈল
কালেতে গ্রাসিত অঙ্ক যদু সুতা যৈল।
এই কুন্তি সহ দেখ পুত্র পঞ্চজনে
এই পাণ্ডু মাদ্রী দেখ মৃত দুই জনে।
যেমত বিচার আইসে করহ বিধান
এত বলি মুনিগণ হৈলে অন্তর্দ্ধান।
এত শুনি রোদন করেন সর্ব্বজন
হাহাকার শব্দ মুখে গদ্গদ বচন।
সত্যবতী আই কাঁদে কৌশল্যাজননী
ভীষ্ম বিদুর কাঁদে অন্ধ নৃপমনি।

নগরের লোক সব করয়ে ক্রন্দন
বাল বৃদ্ধ তরুনী কাঁদয়ে সর্ব্বজন।
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে বিদুর ডাকিয়া
দুই শব দগ্ধ কর গঙ্গাতীরে লৈয়া।
যেন রাজবিধান আছয়ে পুর্ব্বাপর
শুনিয়ে বিদুর তবে হইলা সত্তর।
দুই শব কাঁদে করি লয়ে ক্ষত্রিগনে
চতুর্দ্দোল বিভূষিত বিবিধ বিধানে।
উপরে ধরিল ছত্র যেন রাজনীতে
শ্বেত চামর ঢুলায় চারিভীতে।
অগৌর চন্দন কাষ্ঠ আনিল বিস্তর
কলসেং ঘৃত থুইল থরেথর।
মন্ত্রপড়ি দ্বিজগন জ্বালিল অগিনি
অগ্নিহোত্রে দগ্ধ কৈল পাণ্ডু নৃপমনি।

পঞ্চভাই কৈল পিণ্ড ক্ষত্রির বিধান
দ্বাদশ দিবসে কৈল অগ্নি শান্তি দান।
স্বর্ন দান ভূমি দান কৈল গাবী দান
কাঞ্চন রতন দান বিবিধ বিধান।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুন্যবা‍ন।

তবে কত দিনেতে আইল ব্যাস মুনি
একান্তে কহেন মুনি আনিয়া জননী।
অবধানে শুন মাতা আমার বচন
ধর্ম্ম কাল গেল হৈল পাপ উপাসন।
তোমার বংশেতে হবে বড় দুরাচার
কপট হইবে বড় হিংসা অহঙ্কার।

ইহা সভাকার পাপে মজিবে সকল
পৃথিবী হরিবে শস্য মেঘে অল্পজল।
ধর্ম্ম লুপ্ত হইবেক হত যজ্ঞবর
আত্ম২ হিংসা সভে হইবে সংহার।
ধৃতরাষ্ট্র কপটে হইব কুলক্ষয়
ধর্ম্ম তেজি নর সব অধর্ম্ম আশ্রয়।
তেকারনে মাতা আমি কহিয়ে তোমায়
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে না জোয়ায়।
গৃহ তেজি জননী চলহ তপোবন
সংসার তেজিয়া মাতা তপে দেহমন।
এত বলি ব্যাস মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান
শুনি সত্যবতী চিত্তে চিন্তিত বিধান।
দুই বধূ ডাকিয়ে আনিল নিজপাশ
কহিতে লাগিল যত কহিলেন ব্যাস।

তোমার নন্দন বধূ করিবে দুর্নীত
কপট হিংসক হবে বঞ্চলয় নিত।
কুলক্ষয় হইবেক তার কদাচারে
এ সব শুনিয়ে আমি কহিল তোমারে।
তেকারনে এই আমি যাই তপবনে
করহ বিধান বধূ যেই লয় মনে।
শুনিয়া যুগল বধূ চলিল সঙ্গতি
ভীষ্মে আনি সব কথা কহিলেন সতী।
অন্তঃপুরে ছিল যত বৃদ্ধ নারীগন
সত্যবতী সহ সভে গেল তপবন।
ফল মুলাহারি হৈয়া তপ আচরিল
যোগে মন দিয়ে সভে শরীর তেজিল।
মহাভারতের কথা অমৃত পুস্তাবে
পাঁচালি পুবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে।

মুনি বলে নরপতি শুন তদন্তরে
পুত্র সহ কুন্তিদেবী রহি অন্তপ্পুরে ॥
কৌরব পাণ্ডব ভাই পঞ্চত্তর শত
বেদ শাস্ত্রে অধ্যয়নে সভে পারগত ।
বালকের ক্রীড়া যত আছয়ে সংসারে
ক্রীড়ায় ওত্তম সভে সদা ক্রীড়া করে ।
ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদরে
সভারে অধিক বলে বীর বৃকোদরে ।
ধাইতে পবন সম সিংহ সম লাফে
আস্ফালনে গজের সম মেঘ সম ডাকে ।
যেইদিগ দিয়া ভীম বেগে যায় চলি
দশবিশ ভূমে ফেলে ভুজাঘাতে ঠেলি ।
ক্রোধে সব সহদর ধরে একবারে
অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাঁকরে ।

কত দূর পাড়ে সভে অচেতন হৈয়া
পিষ্ঠে গায় নাশিকায় রক্ত যায় বৈয়া ॥
দুই হস্তে ধরে বীর সভাকার কর
চক্রাকার করিয়া ভ্রমায় বৃকোদর ।
প্রানযায়২ পরিত্রাহি ডাকে
মৃতকল্প দেখিয়া তবে সে ভীম রাখে ॥
জল মধ্যে ক্রীড়া যবে করে ভ্রাতৃগন
একবারে ধরে ভীম দশদশজন ।
জলের ভিতরে ডুবে চাপি দুই কাঁখে
মৃতকল্প করি ছাড়ে প্রান মাত্র রাখে ॥
ভয়েতে ভীমের কেহ না যায় নিকটে
জলেতে দেখিলে ভীমে সভে থাকে তটে ।
ফল হেতু ওঠে সভে বৃক্ষের ওপরে
তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরনে প্রহারে ॥

চরণের ঘায় বৃক্ষ করে থরথর
ফল সহ ভূমে পড়ে সব সহোদর ।
বালক কালেতে ভীম মহা পরাক্রম
ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম ।।
দুর্যোধন দেখি হইল পরম চিন্তিত
বালক কালেতে বল বীরে অপ্রমিত ।
বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল
ইহার জীবনে মোর না দেখি কুশল ।
হৃদে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল বিচার
ভীমেরে মারিব হেন যুক্তি কৈল সার ।
ভীমে মারি চারি ভাই রাখিব বান্ধিয়া
তবেত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষ্কণ্টক হৈয়া ।
বালক কালেতে কৈল এমত বিচার
সে কালে না জানে লোক হিংসা অহঙ্কার ।

তবে অনুচরে ডাকি বলে দুর্জ্জোধন
গঙ্গাতীরে আছে যথা গহন কানন।
তাহাতে বিচিত্র স্থল করহ নির্ম্মান
উত্তম রমন ঘর কর স্থানে স্থান।
ভক্ষ ভোজ্য পেয় লেহ্য শকটে পুরিয়া
সকল গৃহের মধ্যে পুর্ন্ন কর গিয়া।
আজ্ঞা মাত্র কৈল সব অনুচরগন
সব ভ্রাতৃগনেরে ডাকিল দুর্জ্জোধন।
আজি চল ভাই সব যাই গঙ্গাজলে
জল ক্রীড়া করিব পরম কুতুহলে।
উত্তম বিহার স্নান কৈল গঙ্গাতীরে
ভক্ষ ভোজ্য আছে সব পুর্য্যান কুটিরে।
শুনিয়া সম্মত তবে হৈল যধিষ্ঠিরে,
করিব সলিল ক্রীড়া চল গঙ্গাতীরে।

অষ্টোত্তর শত ভাই একত্র করিয়া
রথ গজ অশ্ব জানে আরোহন হৈয়া।
পুষ্যান কুটিরে যথা কৈল দুর্য্যোধন
অতি মনোহর স্থল বিচিত্র কানন।
অনুচরগন সব থুইয়া বাহিরে
সব সহোদর গেল আপন কুটিরে।
একত্র হইয়া সভে বসিল আসনে
নানা দ্রব্য ওপহার করেন ভক্ষনে।
ওপহার পুরি করে অঞ্জলি অঞ্জুলি
এক জন মুখে দেয় আর জল তুলি।
হেন কালে করে কুরুপতি দুর্য্যোধনে
কালকুট দিল দুষ্ট ভীমের বদনে।
পুনঃ পুনঃ ভখিপর দিল ওপহারি
ভক্ষনে সন্তোষ ভীম আনন্দ আপার।

কালকূট বিষ যদি খাইল বৃকোদর
দুর্য্যোধন হৈল বড় হরিষ অন্তর।
তবে সব সহোদর গেল গঙ্গাজলে
জল ক্রীড়া আরম্ভিল মহা কুতূহলে।
কেহ ওঠে কেহ ডুবে কেহ ফেলে জল
ক্রীড়ায় হইল হীন ভীম মহাবল।
জলক্রীড়া করি শ্রান্ত হৈল সর্ব্বজন
পুনঃ পুরাণ কুটিরেতে করিল গমন।
দিব্য বস্ত্র পিন্ধন ভূষণ অলঙ্কার
উপহার দ্রব্য যত করিল আহার।
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন
জলক্রীড়া শ্রমে নিদ্রা হৈল সর্ব্বজন।
বিষেতে আবৃত্ত ভীম হৈল অচেতন
সভে নিদ্রা গেল মাত্র জাগে দুর্য্যোধন।

অচেতন দুর্য্যোধন দেখি কুরুপতি
হস্ত পদ বন্ধন করিল শীঘ্র গতি।
ধরিয়া ফেলিল গঙ্গা অগাধ সলিলে
নাহিক শরীরে জ্ঞান জারিল গরলে।
ভাসিয়া চলিল বীর জল খর শ্রোতে
নাগের আলয় গিয়া হৈল উপনিতে।
বিপুল শরীর দেখি বেড়িল নাগগন
ক্রোধে চতুর্দ্দিগে সভে করেন ভক্ষন।
নাশিল স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষেতে
চেতন পাইয়া ভীম দেখে চতুর্ভিতে।
অবহেলে ছিণ্ডে কর পদের বন্ধন
মুষ্টি ঘাতে প্রহারে যতেক নাগগন।
ভীমের মুষ্টির ঘাত বজ্রের সমান
পালায় সকলে নাগা লইয়া পরান।

বাসুকীর আগে গিয়া কৈল নিবেদন
নাগকুল হিংসিল মনুষ্য এক জন ।
মনুষ্যের আচরন না দেখি তাহার
অনুমানে বুঝি ইন্দ্র নর অবতার ।
বন্ধনেতে ছিল এথা আইল ভাসিয়া
ক্রোধে সব নাগগন ফেলিল হিংসিয়া ।
অচেতন ছিল পূর্ব্বে পাইল চেতন
সভে পালাইল শুনি তাহার গর্জ্জন ।
শুনিয়া বাসুকী নাগ চলিল ত্বরিত
পাছেং যত নাগ চলিল সহিত ।
ভীম পরাক্রমে বীর আছে সেইখানে
দিব্য চক্ষু বাসুকী জানিল ততক্ষনে ।
পবন ঔরসে জন্ম কুন্তির নন্দন
মধুর বচনে ভীমে কৈল সম্ভাসন ।

আমার নাতির নাতি হও বৃকোদর
কি করিব প্রীতি তোর যে কর ওত্তর।
হীন রত্ন লেহ তুমি যেই ইচ্ছা মনে
এত শুনি বলেন যতেক নাগগনে।
তোমার এ বন্ধু যদি পরম কুমার
ভক্ষ ভোজ্য দিয়া সন্তোষ করহ ইহার।
হীন রত্নে ইহার নাহিক প্রয়োজন
ইহার পরম প্রীত পাইলে ভক্ষন।
এত শুনি ফনিরাজ লৈয়া বৃকোদর
গৃহে লৈয়া বসাইল পালঙ্ক উপর।
নাগের আলয়ে আছে সুধা কুণ্ডগন
ভীম বলে কর পান যত লয় মন।

সহস্র হস্তীর বল এক কুণ্ডপানে
যত ইচ্ছা তত পিয় নাহি নিবারনে।
একে পরিশ্রম আর পরিশ্রম ক্ষুধা
তাহে লোভে অপূর্ব্ব পাইল কুণ্ড সুধা।
একেং অষ্ট গোটা কুণ্ড পান কৈল
চলিতে নাহিক শক্তি ওদর পূরিল।
রত্নময় পালঙ্গেতে করিল শয়ন
তথা নিদ্রা অবসানে কুরুপুত্রগন।
গৃহেতে যাইব হেন করিব বিচার
রথে অশ্বে গজ ওঠে চড়ে যে যাহার।
ভ্রাতৃগনে ডাকিয়া বলিল যুধিষ্ঠির
সভে আছে নাহি দেখি কেবল ভীম বীর।
ফল হেতু ভীম কিবা গিয়াছেন বনে
গঙ্গা জলে গেল কিবা বিহার কারনে।

ভীমের উদ্দেশ ভাই করে সর্ব্বজন
চতুর্দ্দিগে ভ্রাতৃগন গেল ততক্ষন ।
কেহ গেল গঙ্গাতীরে কেহ যবে ভাগে
ভীম২ বলি কেহ ডাকে চতুর্দ্দিগে ।
না পাইয়া বাহুড়িল সব ভ্রাতৃগন
ভীমে না পাইল বলি বলে সর্ব্বজন ।
শুনি যুধিষ্ঠির হৈল বিরস বদন
কোথা কারে গেল ভীম না জানি কারন ।
কেহ বলে বৃকোদর ছিল এইখানে
কেহ বলে আগে ঘর করিল গমনে ।
অসন্তোষ যুধিষ্ঠির চলিল সত্তর
গৃহে প্রিয়া জননিরে দেখে একেশ্বর ।
মায়ে দেখি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের কোঙর
গৃহে আসিয়াছে মাতা ভাই বৃকোদর ।

গৃহের মধ্যেতে না দেখিয়ে কিকারনে
কিবা কোথা পাঠাইল বুঝি অনুমানে ৷
ভীমে না দেখিয়ে মোর স্থির নহে মতি
ভীমের কুশল মাতা কহ শীঘ্র গতি ৷
জল স্থল দেখিলাম কানন নগির
কোথাও না পাইলাম ভাই বৃকোদর ৷
বিরস বদন শুনি হৈলা রাজসুতা
কুন্তি বলেন ভীম না আইসেন এথা ৷
কোথাকারে ভীম তবে করিলা গমনে
শীঘ্র গিয়ে গুজাইয়ে আন পুত্রগনে ৷
আইল বিদুর তবে কুন্তির আদেশে
বিদুরে কহেন কুন্তি গদ২ ভাসে ৷
ভাই সহ গেলা ভীম ক্রীড়ার কারনে
সভে আইল বৃকোদর না আইল কেনে ৷

দুষ্ট দুর্য্যোধন তারে দেখিতে না পারে
ক্রুরমতি নির্লজ্জ নির্দ্দয় কলেবরে ।
নিশ্চয় মারিল ভীমে করিয়া বিপাক
হৃদয় অস্থির চিত্ত মোর হৈল তাপ ।
বিদুর কহিল কুন্তি এ কথা না কহ
আর চারি পুত্রের জীবন যদি চাহ ।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বড় দুরাচার
ছিদ্র কথা শুনিলে করিব অবিচার ।
এত শুনি কুন্তি দেবী করেন ক্রন্দন
ভূমে গড়াগড়ি যায় ভাই চারিজন ।
ভীমের শোকেতে বড় পাইয়া সন্তাপ
অধোমুখে কাঁদে সবে করিয়া বিলাপ ।
ক্ষণেকে চিন্তিয়া তবে কহিলা বিদুর
না কর ক্রন্দন সভে শোক কর দূর ।

ব্যাসের বচন তুমি পাসরিলা কেনে
পৃথিবীতে অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজনে ৷
ব্যাসের বচন কুন্তি কভু মিথ্যা নহে
এখনি আসিবে ভীম নাহিক সংশয়ে ৷
এত বলি পুরোহিত গেল নিজ ঘরে
শোকাকুলযতি সেই চারি সহোদরে ৷
তথা সুধাপানে নিদ্রা বীর বৃকোদর
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল অষ্ট দিবস অন্তর ৷
ভীমে সচেতন দেখি বলে নাগগন
আপন আলয়ে তুমি করহ গমন ৷
ভাই সব শোকাকুল কাঁদয়ে জননী
অষ্টদিন হৈল কেহ বার্ত্তা নাহি জানি ৷
এত বলি নাগগন নানা রত্ন দিয়া
স্কান্দে করি পুয়ান কুটিরে থুইল লৈয়া ৷

তথা হৈতে চলে বীর মত্ত গজপতি
আপন মন্দিরে উত্তরিল শীঘ্রগতি।
মায়ে প্রণমিয়া প্রণমিল যুধিষ্ঠিরে
তিন ভাই আলিঙ্গিয়ে চুম্ব দিল শিরে।
আনন্দিত যুধিষ্ঠির দেখি বৃকোদর
হরিষে চক্ষুর জল বহে জলধর।
জিজ্ঞাসিল কোথা ভাই এত দিন ছিলা
আমা সভা পরিহরি কেমনে রহিলা।
শুনিয়া কহিল যত সব বিবরণ
যেনমতে দুর্যোধন করিল বন্ধন।
সন্দেশ বলিয়া বিষ দিল মোর মুখে
গঙ্গাজলে ভাসিয়ে গেলাম নাগলোকে।
নাগের দংশনে পুন পাইল চেতন
সুধায় বাসুকী খাইতে দিল নানা ধন।

এত বলি রত্ন যত দিল মাতৃ স্থানে
চমকিত যুধিষ্ঠির শুনি বিবরণে।
তবে যুধিষ্ঠির বলে ভাই চারিজনে
এই সব কথা যেন কেহ নাহি শুনে।
দুর্য্যোধন দুষ্ট কেহ না যাবে বিশ্বাস
একা হৈয়া কেহ নাহি যাবে তার পাশ।
হেনমতে বিচার করিল পঞ্চজন
সেই হৈতে বাল্য ক্রীড়া করিল বর্জন।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

তবে কত দিনে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন
অস্ত্র শিক্ষা হেতু নিয়োজিল পৌত্রগণ।

সর্ব্ব শাস্ত্রে বিসারদ কৃপাচার্য্য নাম
শরদ্বান ঋষি পুত্র হস্তিনাতে বাস।
পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব পাণ্ডব
কৃপাচার্য্য ধনুর্ব্বেদ শিখাইল সব।
জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর
ক্ষত্রি ধর্ম্ম কৈল কেন ব্রাহ্মণ কোঙর।
মুনি বলে নৃপতি করহ অবধান
গৌতম ঋষির পুত্র নাম শরদ্বান।
শরদ্বান নাম হইল শর সহ জন্ম
ধনুর্ব্বেদে রত হৈল তেজি দ্বিজ কর্ম্ম।
বেদশাস্ত্র নাহি পড়ে ধনুর্ব্বেদে মন
তপোবনে থাকি তপ করে অনেক্ষণ।
তার তপ দেখি ভয় হইল শতক্রতু
উপায় সৃজিল ইন্দ্র তপ ভঙ্গ হেতু।

জানপদী দেবকন্যা দিল পাঠাইয়া
যথা তপ করে তথা ওস্তরিল গিয়া।
কন্যা দেখি শরদ্বান হত হৈল ধৈর্য্য
ধনুঃশর খসিল স্খলিত হইল বীর্য্য।
স্খলিত হইতে মুনি হইল চেতন
সেবন তেজিয়া মুনি গেল অন্য বন।
যাইতে ঋষির বীর্য্য পড়িল ভূতলে
দুই ঠাঞি হইয়া পড়িল সেই স্থলে।
তপস্বী ঋষির বীর্য্য কভু নষ্ট নহে
এক গুটি কন্যা হইল একটি তনয়।
সান্তনু নৃপতি গেল মৃগয়া কারণে
ভ্রমিতেং গেল সেই তপোবনে।
অনাথ যুগল শিশু দেখি অনুচরে
আস্তেব্যাস্তে জানাইল রাজার গোচরে।

শুনিয়া নৃপতি তথা চলিল সত্তর
দেখিয়ে রোদন করে কুমারী কোঙর।
ধনুঃশর আছয়ে আছয়ে কৃষ্ণ চর্ম্ম
অনুমানে জানিলেন ঋষির আশ্রম।
গৃহে আনি দুই শিশু করিল পালন
কত দিনে আইলা শরদ্বান তপোবন।
শরদ্বান বলে রাজা তুমি ধর্ম্মময়
কৃপায় পুষিলা মোর তনয়া তনয়।
তেকারনে নাম আমি দিল দোঁহাকারে
কৃপ কৃপী বলি যেন ঘোষয়ে সংসারে।
তবে শরদ্বান মুনি আপন নন্দনে
নানা অস্ত্র বিদ্যা শিখাইল দিনেং।
এত ভাবি দ্রোনাচার্য্য কৈল সমর্পন
দ্রোনাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করাইল জ্ঞাপন।

ধনুর্ব্বেদে কৃপ সম নাহিক মানুষে
অল্প কালে আচার্য্য বলিয়ে লোক ঘোষে
কুরুবংশ যদুবংশ অন্ধ বিষ্ণুবংশে
আর যত রাজাগন বৈসে দেশে দেশে ।
সভে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা কৈল কৃপ স্থানে
কৃপগুরু বলি নাম থুইল ভুবনে ।
তবে ভীষ্ম মহাবীর সচিন্তিত মনে
বিশেষ কেমতে শিক্ষা হবে পৌত্রগনে ।
এত ভাবি দ্রোনাচার্য্যে কৈল সমর্পন
দ্রোনাচার্য্য সর্ব্বাস্ত্র করাইল জ্ঞাপন ।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস দেব কহে শুনে পুন্যবান ।

রাজা বলে মুনিবর কর অবধান
কার পুত্র দ্রোনাচার্য্য কোথা তার ধাম।
ধনুর্ব্বেদে শিক্ষা তারে কৈল কোন জনে
কুরুদেশে গুরু হৈলা আইলা কিকারনে।
ব্যাস শিষ্য বৈসম্পায়ন সর্ব্ব শাস্ত্রে জ্ঞাতা
কহিতে লাগিলা মুনি দ্রোনাচার্য্য কথা।
ভরদ্বাজ মহামুনি খ্যাত ভূমণ্ডলে
একদিন মহামুনি স্নানে গঙ্গাতলে।
অন্তরিক্ষে চলে যায় ঘৃতাচী অপ্সরা
পরম সুন্দরী হয় অপ্সরিতে বরা।
দক্ষিন পবনে তার উড়িল বসন
মুনিরাজে অদৃ তার হৈল দরশন।
দেখিয়ে ওঙ্গো চিন্তা হৈলা মুনিবর
রতিপতি পঞ্চশরে হৈলা জরজর।

হেন জন নাহি জানি না যোহে কামিনী
স্খলিত হইল রেত চিত্তে বরমুনি।
সন্মাথে দেখিল দ্রোণী রাখিল তাহাতে
দ্রোণী মধ্যে পুত্র জন্ম হৈল আচম্বিতে।
পুত্র দেখি ভরদ্বাজ হরিষ বিধান
পুত্র লৈয়া গেল মুনি আপনার স্থান।
দ্রোণীতে জন্মিল পুত্র দ্রোণ নাম থুইল
বেদ বিদ্যা সর্ব্ব শাস্ত্র শিক্ষা করাইল।
পৃশস্ত নামেতে রাজা পঞ্চাল ঈশ্বর
দ্রুপদ বলিয়া নাম তাহার কোঙর।
ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম সদা যায়
সমান বয়েস দ্রোণ সহিত খেলায়।
এক ঠাঞী দুই জন করেন পঠন
ক্রীড়া করে এক ঠাঞী ভোজন শয়ন।

তিলেক নারহে দোঁহে নহিলে সে দেখা।
তবে দোঁহে বাস করি দোঁহে হৈল সখা।
তবে কত দিনে রাজা পৃশস্তু মরিল
পঞ্চাল দেশেতে রাজা দ্রুপদ হইল।
স্বর্গ বাস গেল ভরদ্বাজ তপোবিন
তপস্যা করিতে দ্রোন গেল তপোবন।
কত দিনে দ্রোনাচার্য্য পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া
কৃপাচার্য্য ভগ্নী কৃপী বিভা কৈল গিয়া।
পরম সুন্দরী কন্যা ব্রতে অনুব্রতা
যজ্ঞ হোমে সতী নিষ্ঠা তপে পতিব্রতা।
যজ্ঞ তপ ফলে তার হইল নন্দন
জন্ম মাত্রে করিলেক অশ্বের গর্জ্জন।
হেন কালে আচম্বিতে হৈল শূন্য বানী
জন্ম মাত্র এই পুত্র কৈল অশ্বধ্বনি।

অশ্বত্থামা নাম পুত্র থুইল তেকারনে
দীর্ঘ জীবি হবেক আর পূর্ন সব গুনে।
পুত্র দেখি দ্রোনাচার্য্য অনন্দিত মন।
নানা বেদ বিদ্যা তাঁরে কৈল অধ্যয়ন।
তবে কত দিনে দ্রোন লোক মুখে শুনি
যমদগ্নি সুত ভৃগু রামের কাহিনি।
নানা রত্ন ধন রাম বিপ্রে দিছে দান
পৃথিবীতে শব্দ হৈল দানের বাখান।
মহেন্দ্র পর্ব্বত মধ্যে রামের নিলয়
তথা কারে গেল ভরদ্বাজের তনয়।
দ্রোনে দেখি জিজ্ঞাসিল ভৃগুর নন্দন
কোথা হইতে আইলে দ্বিজ কোন প্রয়োজন।
দ্রোন বলে অঙ্গিরার বংশে ভরদ্বাজ
তাহার নন্দন আমি নাম দ্রোনাচার্য্য।

বহু দান কর তুমি শুনি লোক মুখে
বার্ত্তা পাইয়া আইলাম দরিদ্র ভিক্ষুকে।
পূর্ণ করি ধন মোরে দিবে ভৃগুরাম
সকল কুটুম্বে যেন পুরে মনস্কাম।
এত শুনি বলে যমদাগ্নির নন্দন
সব ধন দিয়া আমি যাই যেই বন।
হেন কালে আইলা তুমি ব্রাহ্মণ কুমার
কোন দ্রব্য দিয়া বোধ করিব তোমার।
পৃথিবীর মধ্যে মোর নাহি অধিকার
কশ্যপেরে দান কৈল সকল সংসার।
কেবল আছয়ে প্রাণ ধনুঃশর দ্রোণ
যাহা ইচ্ছা মোর স্থানে মাগি লেহ ধন।

দ্রোনাচার্য্য বলে মোরে দেহ ধনুঃশর।
মন্ত্র সহ অস্ত্র দিল ভৃগুর কুমার।
ধনুর্ব্বেদে নিপুন হইল দ্রোনাচার্য্য
তবে কত দিনে গেল দ্রুপদের রাজ্য।
অত্যন্ত দারিদ্র দ্রোন না মাগে এই তরে
পুত্রের দেখিয়া কষ্ট ভাবেন অন্তরে।
বালক কালের সখা দ্রুপদ রাজন
তার স্থানে গেলে হবে দারিদ্র ভঞ্জন॥
এত ভাবি গেল দ্রোন পঞ্চালনগর
ওত্তরিল যথায় দ্রুপদ নরবর।
পিন্ধন মলিন জির্নি কটি মাত্র ঢাকে
সকল শরীর শীর্ন সদাকাল দুঃখে।
রাজারে বলিল আজি চিরকালে দেখা
অবধান কর রায় হই আমি সখা।

এত শুনি নরপতি কটাক্ষভেচায়
নয়ন লোহিতবর্ণ ক্রোধে কম্প কায়।
তোমার ব্রাহ্মন তুমি দারিদ্র ভিক্ষুক
অজ্ঞান বাতুল কিবা হইবে মূর্খক।
আমি মহারাজা হই পঞ্চাল ঈশ্বরে
কোন লাজে সখা বল সভার ভিতরে।
ধনিরে নির্দ্ধনী সখা কভু নাহি সোভে
কভু সখা নাহি হয় সুর নরলোকে।
কোথা সখা হইয়াছে নৃপতি ভিক্ষুকে
সমানে সমানে সখা যায় অতি সুখে।
সমান অসমান সখা নাহি হয় সুখে
সমানে সমানে দন্দ নাহি হয় দুঃখে।
কোথা হইতে আইলা তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মনে
দেখেছি কি না দেখেছি নাহি পড়ে মনে।

এতেক শুনিয়া তাঁর নিষ্ঠুর অন্তর
অভিমানে দ্রোণের কাঁপয়ে কলেবর।
ক্রোধে সর্প শ্বাস যেন ছাড়য়ে সঘনে
মুহূর্ত্তেকে স্তব্ধ হৈয়া দাণ্ডাইল দ্রোণে।
পুনরপি নাহি চাহি রাজার বদন
না বলিয়া কারে কিছু করিল গমন।
তথা হৈতে গেল দ্রোণ হস্তীনা নগর
দ্রোণে দেখি কৃপাচার্য্য হরিষ অন্তর।
দারা পুত্র সহ দ্রোণ রহিলা তথায়
হেন মতে গুপ্ত বেসে কত দিন যায়।
মহাভারতের কথা অমৃতার্ণব লবে
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে।

এক দিন তথা যত কুরু পুত্রগণ
নগর বাহিরে ক্রীড়া করে সর্ব্বজন।
এক গোটা লোহাবাটী ভূমিতে ফেলিয়া
হাতে দণ্ড ধরি তাহা লৈয়া যায় তাড়িয়া।
হেন লোহ বাটী তবে দৈব নির্ব্বন্ধনে
নিরোদক কূপ মধ্যে পড়িল তাড়নে।
কূপেতে পড়িল দেখি সকল কুমার
তুলিবারে যত্ন সভে করিল অপার।
অনেক উপায় কৈল নহিল বাহির
হইল পরম ক্লেশী ঘামিল শরীর।
লজ্জিত হইল সভে মলিন বদন
হেন কালে আইল ভরদ্বাজের নন্দন।
শুক্লকেশ শুক্ল বস্ত্র কাঁন্ধেতে উত্তরি
শ্যামল দোঁহার বর্ণ গতি মত্ত করি।

শিশুগন দেখি দ্রোন বিরস বদন
জিজ্ঞাসিল মন দুঃখ কিসের কারন।
এতেক শুনিয়া বলে যতেক কুমার
ধিক ক্ষত্রি কুলে জন্ম আমা সভাকার।
ধিক প্রান ধিক বীনু ধিক অধ্যায়ন
বাটী উদ্ধারিতে শক্ত নহিল কোন জন।
হের দেখ জলহীন কূপের ভিতরে
পড়িয়াছে লোহবাটী পাই দেখিবারে।
এত শুনি দ্রোনাচার্য্য বলিল হাসিয়া
কূপে হইতে বাটী যদি দিয়ে উদ্ধারিয়া।
এই ইশিকার তেজে করিব উদ্ধার
ভোজ্য দিয়া তুষ্ট তবে করিবা আমার।
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন
দ্রোনাচার্য্যে বলে তবে বুঝিয়া কারণ।

কূপে হইতে বাটী পার করিতে উদ্ধার
কি দ্রব্য ভোজনে তবে সকলি তোমার ৷
কৃপাচার্য্য সহেতে ভুঞ্জহ নানা সুখ
এত শুনে দ্বিজবর ভোজনে কি দুঃখ ৷
দ্রোণাচার্য্য বলে সভে দেখহ কৌতুকে
এইত অঙ্গরি আমি ফেলিল যে কূপে ৷
অঙ্গরি তুলিব আর উদ্ধারিব বাটী
এত বলি আনিল ইশিকা কতগুটি ৷
মন্ত্র পড়ি দ্রোণাচার্য্য ইশিকা মারিল
মন্ত্রতেজে লোহবাটী সকল ভেদিল ৷
পুনঃপুনঃ তথিপর মারিল অপার
ইশিকা ইশিকা যুড়ি কৈল দীর্ঘাকার ৷
ইশিকার মুল তবে ধরি দ্রোন করে
আকাশে তুলিল বাটী উঠিল উপরে ৷

আশ্চর্য্য দেখিয়া তবে হইল বিস্ময়
তবে ধনুর্ব্বাণ লইয়া দ্রোণ মহাশয় ।
মন্ত্র পড়ি অঙ্গরি উপরে বাণ মারে
শর সহ অঙ্গরী উঠিন আসি করে ।
অকর্ত্তব্য কর্ম্ম দেখি সকল কুমার
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবরে করি পরিহার ।
কোথা হইতে আইলা দ্বিজ কোথায় নিবাস
এথাকারে আইলা দ্বিজ কিসের প্রকাশ ।
অদ্ভুত তোমার কর্ম্ম লোকে অনুপাম
কেহ শুনি দ্বিজবর কি তোমার নাম ।
আজ্ঞা কর দ্বিজবর যেই লয় মন
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব এখন ।
দ্রোণ বলে শুন সবে আমার উত্তর
মোর সমাচার কহ ভীষ্মের গোচর ।

রূপ গুন আমার কহিবা তার স্থান.
আপনি জানিয়া ভীষ্ম করিব সম্মান ।
এত শুনি শীঘ্র গতি যতেক কুমার
পিতামহ আগে কহে সব সমাচার ।
বৃদ্ধ এক দ্বিজবর শ্যামবর্ন বীরে
তাহার যতেক গুন বিদিত সংসারে ।
যত্ন করি জিজ্ঞাসিল নাম না কহিল
তোমারে জানাইতে আমা সভা পাঠাইল ।
এত শুনি গঙ্গাপুত্র ভাবিল হৃদয়
জানিল এ শক্ত বিদ্যা অন্য কেহ নয় ।
দ্রোনাচার্য্য বিনা অন্য কেহ নাহি জানে
নিশ্চয় আইল দ্রোন জানিল বিধানে ।
কুরুবংশ যোগ্য গুরু পাইল এত দিনে
দ্রোণ অনুসারে ভীষ্ম চলিল আপনে ।

দ্রোন দেখি প্রনামিল গঙ্গার নন্দন
আশীর্ব্বাদ দিয়া তারে কৈল আলিঙ্গন।
ভীষ্ম বলে কহ দ্রোন আপন কুশলে
বড় ভাগ্য দেখি তোমায় কুরুবংশ কুলে।
এতেক শুনিয়া ভরদ্বাজের নন্দন
কহিতে লাগিল যত আপন কথন।
তপোবনে থাকি বহু কৈল তপ ক্লেশ
ফল মূলাহারী হৈয়া জটা বল্কবেশ।
বংশ হেতু কত দিন পিতৃ আজ্ঞা পায়ে
গৌতমী কৃপের ভগ্নী কৈল আমি বিয়া।
তার গর্ব্বে জন্ম হইল একই কুমার
অশ্বত্থামা নাম দিল সকল অমর।
কত দিনে ক্রীড়া কাল হইল কুমার
শিষ্যগন সঙ্গে সদা করয়ে বিহার।

আচম্বিতে এক দিন আইল ধাইয়া
আমার অগ্রেতে কহে কান্দিয়া২ ।
গাবী দুগ্ধপান করে সকল বালক
সেই মত দুগ্ধ মোরে দেহত জনক ।
অনেক রোদন করি মাগিল নন্দন
দুগ্ধ হেতু করিলাম বহু পর্য্যটন ।
গাবীর কারনে বহু নগর ভ্রমিল
সতাশীর ধাম্মিক কোথায় না দেখিল ।
ভিক্ষা না করিল আমি নির্লজ্জের স্থানে
না পাইয়া গাবী গৃহে করিল গমনে ।
পুনরপি কান্দে শিশু দুগ্ধের কারন
দেখিয়া হইল বড় ব্যাকুলিত মন ।
সহজে দারিদ্র গৃহে দুগ্ধ পাব কোথা
ক্রন্দন নিবৃত্ত হেতু ভবে তার মাতা ।

পিঠালি গুলিয়া জলে দুগ্ধ বলি দিল।
আনন্দিত হইয়া শিশু তাহা পান কৈল।
বালকের মধ্যে তবে উত্তরিল গিয়া
এই দেখ খাইলাম দুগ্ধ অন্ন মায়ে।
সকল বালকগণ নৃত্য করে রঙ্গে
অশ্বত্থামা নাচিতে লাগিল শিশু সঙ্গে।
দুগ্ধপানে নাচে শিশু সবে বলবান
হেন শিশু নৃত্য শক্তি নহিল সমান
সকল বালকগণ উপহাস কৈল
পুনরপি আসি পুত্র আমারে কহিল।
পুত্রের শুনিয়া কথা চিত্তে হইল তাপ
জননী শুনিয়া বহু করিল বিলাপ।
ধিক নাম ক্রীড়া মোর ধিক নাম দ্রোণ
পৃথিবীতে গৃহবাসী বৃথা ধনহীন।

এতেক ভাবিয়া পুর্ব্ব হইল স্মরণ
বালক কালেতে সখা পুশল্লু নন্দন ।
অত্যন্ত পীরিতি হইল তাহার সংহতি
পঞ্চাল গেলাম ভাবি পুর্ব্বের পীরিতি ।
সখা বলি সন্তাষ করিল দ্রুপদেরে
দেখিয়া অনেক নিন্দা করিল আমারে
কোথাকার দরিদ্র তুমি আমি নৃপমনি
তোর সঙ্গে সখা কবে আমি নাহি জানি ।
পুনঃ২ কত বল নিষ্ঠুর বচন
সেবকে বলিল দেহ একটি ভোজন ।
এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়ে তাহার
ক্ষণেক বিলম্ব তথা না করিল আর ।
ভেদিলেক মর্ম্ম মোর তাহার বচনে
পুতিজ্ঞা করিল আমি তথির কারণে ।

এইত প্রতিজ্ঞা আমি করি নিজ চিত্তে
নিষ্কপটে করিব তাহা তোমার সম্মতে ॥
তেকারণে আইলাম হস্তিনানগর
কি করিব প্রীতে তাহা কহ নৃপবর ।
ভীষ্ম বলে বড় ভাগ্য আজয়ে আমার
তেকারণে এথায় করিলা আগুসার ॥
এই কুরুজাঙ্গল কৌরব অধিকার
রাজ্য অর্থ পরিবার জন আপনার ।
পৌত্রগণ সমর্পিয়ে দিল হাতে২
পাণ্ডব কৌরব পঞ্চোত্তর শত পুত্রে ।
পৌত্রগণ দিল এই তব বিদ্যমানে
কৃপা করি সভাকারে দিল দিব্য জ্ঞানে ॥
এত বলি ভীষ্ম তারে পূজি বহুতর
রহিবারে দিল দিব্য রত্নময় ঘর ।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান।।

তবে দ্রোণাচার্য্য সব কুমারে লইয়া
কহিতে লাগিলে সব একান্তে বসিয়া।।
অস্ত্রবিদ্যা সভার করিব অধ্যায়ন
শিক্ষা কৈলে মোর বাক্য করিবে পালন।।
মোর যেবা বাঞ্ছা আছে শুন সব শিষ্য
সত্য কর তুমি সব করিবে অবশ্য।।
দ্রোণের বচন শুনি যতেক কোঙর
নিঃশব্দ হৈলা সভে না কৈলা উত্তর।।
অর্জ্জুন বলিল মোর সত্য অঙ্গীকার
করিব পালন হয় যে আজ্ঞা তোমার।।

অর্জ্জুন বচনে দ্রোণ হরিষ অন্তর
আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল মস্তক ওপর।
একান্তে বলিলা দ্রোণ করি অঙ্গিকার
শিষ্য না করিব কেহ সদৃশ তোমার
তবে দ্রোণাচার্য্য সব লৈয়ে শিষ্যগন
অহর্নিশি নানা অস্ত্র কৈল অধ্যয়ন।
অস্ত্র শিক্ষা করে কুরু পাণ্ডব কুমার
রাজ্যে২ গেল দ্রোণ গুরু সমাচার।
যত রাজ পুত্রগন শিক্ষার কারন
হস্তীনানগর সভে করিলে গমন।
বৃষ্ণিবংশ যদুবংশ অনুভোয় আদি
আর যত রাজাগন সগর অবধি।
কর্ন মহাবীর অধিরথের নন্দন
সদাকাল দুর্য্যোধনে অনুগত মন।

সেহ অস্ত্র শিক্ষা করে দ্রোন গুরু স্থানে
হেন মতে বহু শিষ্য করে অধ্যায়নে।
অহর্নিশী শিষ্যগন থাকে নিরন্তরে
বিশেষে যত্নাইতে পুত্রে না পায় অবসরে
কপট করিয়ে দ্রোন শিষ্যগনে বলে
গঙ্গাজল আনগিয়ে ভরি কমণ্ডলে।
কমণ্ডল লয়ে যত রাজপুত্রগন
জল আনিবারে সভে করিল গমন।
একান্তে পাইয়ে দ্রোনি পুত্রে শিক্ষা করে
এসব বৃত্তান্ত জ্ঞাত হৈলা পার্থবীরে।
বরুন নামেতে অস্ত্র ধনুকে সাধিয়ে
কমণ্ডল দিল লৈয়া জলেতে পুরিয়ে।

জল আনিবারে যায় সব শিষ্যগন
অশ্বত্থামা সহ পার্থ করে অধ্যয়ন।
অহর্নিশী পার্থের নাহিক অবসর
নাহি নিদ্রা শুয় সদা হাতে ধনুশর।
নিরবধি গুরুপদে করয়ে সেবন
কৃতাঞ্জলি সদা স্তুতি বিনয় বচন।
পার্থের শিলতা দেখি দ্রোণ বড় প্রীত
বিস্থ বিদ্যা অর্জুনেরে দিলা অপ্রমিত।
তবে এক দিন তথা দ্রোণ গুরু স্থানে
আইল নিশাদ এক শিক্ষার কারনে।
হিরন্যধনুর পুত্র একলব্য নাম
দ্রোনের চরনে আসি করিল প্রনাম।
জোড়হাত করি বলে বিনয় বচন
অস্ত্র শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন